মেহেরপুরে করোনাতেও বেপরোয়া মাদক ব্যবসায়ীরা

সারা বাংলাদেশের ন্যায় মেহেরপুরও বিরাজ করছে করোনা আতঙ্ক। অঘোষিত লক ডাউনে অনকেটাই শান্ত চারিপাশ। সবাই যখন করোনা মোকাবেলায় ব্যস্ত সময় পার করছে ঠিক এই সময়টাকে কাজে লাগিয়েছে এক শ্রেনীর মাদক ব্যবসায়ীরা। পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতা করোনা মোকাবেলায় থাকায় বেপরোয়া হয়ে ওঠেছে তাদের আনাগোনা। অভিনব কায়দায় ছড়িয়ে পড়ছে মেহেরপুর অভ্যন্তরসহ বিভিন্ন জেলায়।

গত এক মাসে মেহেরপুর জেলায় প্রশাসনের হাতে ধরা পড়ে ১০ জন মাদক ব্যবসায়ী। সেই সাথে উদ্ধার করা হয় ৯৫৩ বোতল ফেন্সিডিল ও ৭০ গ্রাম হেরোইন।
জানা গেছে গনপরিবহন বন্ধ থাকলেও বন্ধ নেই সবজীবাহি গাড়ি। ফলে সবজীর গাড়িকে নিরাপদ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে মাদক পাচারকারিরা। প্রশাসনের নিয়মিত অভিযানে কিছু মাদক ব্যবসায়ী ধরা পড়লেও অধরা থেকে যাচ্ছে অনেক।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অভিযানে গত এপ্রিলেই ধরা পড়েছে বেশ কয়েকজন মাদক ব্যবসায়ী। এদের মধ্যে রয়েছে ফেন্সিডিল ব্যবসায়ী মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়ার মৃত ঠান্ডা শেখ এর ছেলে রুমন শেখ, প্রায় ৫ লাখ টাকা মূল্যের হেরোইন সহ গাংনীর আড়পাড়া গ্রামের জাফর আলীর ছেলে সোহেল, ফেন্সিডিল ব্যবসায়ী সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের খুশিলা খাতুন ও সিরাজুল ইসলাম, ফেন্সিডিল ব্যবসায়ী মেহেরপুর শহরের জামে মসজিদ পাড়ার ভাড়াটিয়া চারুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা রিপন খান, দুই লক্ষ টাকার হেরোইন সহ কাথুলী বাস স্ট্যান্ডপাড়ার ইয়ারুল ইসলামের ছেলে জনি, একাধিক মাদক মামলার আসামী বাসস্ট্যান্ড পাড়ার রাজিব শেখ, ৬৩৯ বোতল ফেন্সিডিল ও চার কেজি গাজা সহ ৩ জন। এছাড়াও মার্চের শুরুতেই বুড়িপোতা ও রাধাকান্তপুর থেকে ২৯২ বোতল ফেন্সিডিল পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা করা হয়।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি রবিউল ইসলাম জানান, আমরা এই করোনা পরিস্থিতিতেও বেশ কিছু মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছি। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। যে কোন পরিস্থিতিতেই মাদক নিয়ন্ত্রনে আমদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

জেলা মাদক নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের উপ পরিচালক শাহ জালাল খান বলেন, আমরা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছি। মাদক ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় নেওয়া হচ্ছে। আমরা ইনফরমেশন পেলে মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্র্ পক্ষ থেকে পিপিই প্রদান

ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি‘র সহযোগিতায় এবং মেহেরপুর চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিদর পক্ষ
থেকে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী মহামারী করোনাভাইরাসের চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্সসহ স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য কর্মীদের ব্যবহারের জন্য ৫০ পিচ মাক্স ও ২৫ সেট ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পারসোনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট) পিপিই মেহেরপুর জেলার সিভিল সার্জন মহোদয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

গতকাল রবিবার সকালে জেলা সিভিল সার্জনের নিকট ইকুপমেন্ট গুলি হস্তান্তর করেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবংমেহেরপুর চেম্বার
অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিদর সম্মানিত সভাপতি হাজী গোলাম রসুল, এবং মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের সম্মানিত আহবায়ক
এবং মেহেরপুর জেলা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সাধারণ
সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক আরিফুল এনাম বকুল।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন চেম্বার অব কমার্সের নির্বাহী
কমিটির সম্মানিত সদস্য ওমর ফারুক।

গড়াই নদীর বালু মাটি কাটার অভিযোগে ৫ জনের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার খোকসায় গড়াই নদীর বালু মাটি কাটার অপরাধে পাঁচজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
গতকাল রোববার দুপুরে উপজেলার খানপুর এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করে তাদের এ দন্ড দেওয়া হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন, উপজেলার খানপুর গ্রামের জয়নাল আলী (৬৫), মোড়াগাছা গ্রামের মো. মজিবুর রহমান (৬০), উজ্জ্বল বিশ্বাস (৩২), পাংশা থানার সুবর্ণা খালা গ্রামের মো. হাসান আলী (৩০) ও কুমারখালী উপজেলার গ্রামের মো. রবিউল ইসলাম (৩০)।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সবুজ কুমার বসাক।
তিনি জানান, খোকসা উপজেলার হেলিপ্যাড-এর খানপুর নামক স্থানে গড়াই নদীতে অবৈধ ভাবে বালু উত্তোলনের সময় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে পুলিশ।

বালিমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ এর ৪ এর (খ) আইনের ১৫ (১) ধারায় অপরাধী হওয়ায় মো. জয়নাল আলীকে ১৫ দিনের এবং মো. মজিবুর রহমান, উজ্জ্বল বিশ্বাস, হাসান আলী ও মো. রবিউল ইসলামকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। পরে অভিযুক্ত আসামিদের কুষ্টিয়া জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়।

এ রকম অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

শিকলে বাঁধা ছোট্ট শান্ত কবে ফিরবে বাবা-মায়ের কোলে

প্রতিটি সন্তানই তার বাবা-মায়ের কাছে অতি আদরের ধন। সন্তানের দুর্দিন মানেই বাবা-মায়ের চোখে জল। কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা ছাতিয়ান ইউপির কালিতলা এলাকায় আদরের ছেলেকে নিয়ে যন্ত্রণাময়
জীবন যাপন করছেন জসিম উদ্দিন-সীমা দম্পতি।

তারা না পারছেন ছেলের কষ্ট সহ্য করতে, না মেনে নিতে পারছেন ছেলের দেয়া অসহনীয় যন্ত্রণা। যে ছেলেকে কোলে তুলে নিতে মন প্রাণ ব্যাকুল
থাকে, বাধ্য হয়ে সেই ছেলেকে ঠেলে দিয়েছেন নির্মম এক শিকলে
বাঁধা জীবনে।

বাবা-মা অনেক কষ্ট নিয়ে বলেন, জন্মের সময় তার আদরের ছেলেটি খুবই শান্ত স্বভাবের ছিল। তাই তার নাম রাখা হয়েছিল শান্ত। আশা ছিল শান্ত
স্বভাব নিয়েই সে বড় হবে। এখন তার বয়স ৯ বছর তিন মাস। কিন্তু
ঘটনা ঘটলো প্রত্যাশার ঠিক উল্টো। আচার আচরণে সবকিছুতে তার
এখন শুধু অস্বস্তি। কিছুতেই স্থির থাকতে পারে না সে। সুযোগে পেলেই প্রতিবেশীর ঘরে ঢিল মারে, মেরে ফেলতে যায় ছোট ভাইকেও। তাই শান্ত পাঁচ বছর ধরে শিকলে বাঁধা জীবনযাপন করছে।

তারা আরো বলেন, প্রান্তিক কৃষক পরিবারে তাদের ছেলে এখন বোঝা। ছেলের আচরণ সহ্য করতে না পারছে না তার পরিবারসহ প্রতিবেশীরাও। তাই রাত হলেই ছেলেকে নির্জন বাঁশ বাগানে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। শান্তের চিকিৎসার খরচ চালাতে ব্যর্থ তারা।

বাবা জসিম উদ্দিন বলেন, জন্মের পরে আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি।
তবে তিন বছর বয়সে তার অবস্থা বুঝতে পারি। সে প্রথমে রান্না ঘরের গোবরের দেয়া লাঠি (গরুর গোবর দিয়ে তৈরী জ্বালানী) খেতে শুরু করে।

বাড়ির পাশের ময়লা-আবর্জনা, মাটি, সাবানের ফেনা, কলা গাছ, কপির ডাটা, জামের বিচি খেতে দেখে আমি অবাক হই। এরপর আমি ২০১৪
সালে রাজশাহীতে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। আমি পেশায় একজন
দিনমজুর। বর্গা নিয়ে চাষ করি ও অন্যের জমিতে লেবার দিয়ে সংসার

চালায়। ছেলের চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে পারিনি।

তিনি আরো বলেন, একবেলা খাই তো অন্য উপোস। ছেলেকে চিকিৎসা করানোর মতো ক্ষমতা আমার নেই। শান্ত ঘুমাতে দেয় না। রাত ২টায় ঘুমায়। প্রতিবেশীদের রাতে ঢিল ছুঁড়ে। তাই দিনে ১৫-১৬ ঘণ্টা বাঁধা থাকে। আমার এই সন্তানের চিকিৎসা করার জন্য আমি সমাজের

বিত্তবানদের প্রতি সাহায্যের আবেদন করছি। আমার নগদ হিসাব নম্বর-০১৯২৩০৭৪৭০৭। আমি বর্তমানে খুবই অসহায় হয়ে পড়েছি।
শান্তের মা সিমা খাতুন বলেন, শান্ত রাতে ঘুমাতে দেয় না। আমার ছোট
ছেলেকে একাধিকবার মেরে ফেলতে গিয়েছিলো। নিজের সন্তানকে
বাঁধা কোনো মায়ের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব না।

শান্ত কারো সঙ্গে কথা বলে না। তার নাম ঠিকানা কিছুই বলতে পারে না।
এলাকার সচেতন মহলের প্রশ্ন এই শান্ত কী সারাজীবন এমনই থাকবে।
তার কী কোনো চিকিৎসা নেই। সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে কবে ফিরবে সে বাবা-মায়ের কোলে।

ছাতিয়ান ইউপি চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, শান্তর প্রতিবন্ধী ভাতার কার্ড করা হয়েছে। পরিষদ থেকে এ পরিবারকে সরকারি সব প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছে। এছাড়া আমি
ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যে করি। আসলে শান্ত একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু।
এ লকডাউন উঠে গেলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভারতে পাঠানো
হবে।

মিরপুর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জামশেদ আলী বলেন,
সমাজসেবা অধিদফতর থেকে তাকে প্রতিবন্ধী ভাতা করে দেয়া হয়েছে। সরকারি কোনো সাহায্য সহযোগিতা দেয়ার পরিপত্র আসলে তাহলে তাকে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

গাংনীতে ভেজাল গুড়ের কারখানায় অভিযান, মালিকের দন্ড

মেহেরপুরের গাংনীতে ভেজাল গুড়ের কারাখানায় অভিযান চালিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এসময় কারখানা মালিক হকাজ্জেল হোসেন কে ২০ দিনের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে আদালত৷

ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার ভুমি মো: ইয়ানুর রহমান এর নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়৷

দন্ডিত হকাজ্জেল হোসেন রামনগর গ্রামের আমিরুদ্দীন শেখ এর ছেলে।

ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ইয়ানুর রহমান জানান, রামনগর গ্রামের হকাজ্জেল হোসেন তার নিজ বাড়িতে আখের রস ছাড়াই চিনি ও ঘি মিশিয়ে ভোজাল গুড় তৈরি করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়।

ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় ও হকাজ্জেল হোসেন তার অপরাধ স্বীকার করায় তাকে ২০ দিনের কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকা (অর্থদন্ড) জরিমানা করা হয়।

এ সময় ১২শ’ কেজি ভেজাল গুড়,২শ’ কেজি চিনি ও ১৩ কেজি ডালডা ঘি জব্দ করা হয়। জব্দকৃত মালামাল ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই ওলিউর রহমান ও এএসআই মামুনের কাছে জিম্মায় রাখা হয়েছে। সেই সাথে দন্ডিত আসামীকে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে সিএফএইচ এর উদ্যোগে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted], [redacted] [redacted]

[redacted]/[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

[redacted]

[redacted] (the "[redacted]") [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted] (1[redacted]-[redacted]) [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ হাজার ৩৬৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৬৫ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন দুজন। তারা ঢাকার বাইরের।

এখন পর্যন্ত এক হাজার ৬৩ জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন বলে জানান ডা. নাসিমা।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে ‘কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।